গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর-১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০.১৪৫.৯৯.০৪৬.২০. ১২০

তারিখ: ১০ মাঘ ১৪২৭ বাং
২৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি:

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় চালুকরণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ।

সূত্র) ১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্র নম্বর ৩৮.০১.০০০০.১৪৫.৯৯.০৪৬.২০.১০০৭, তারিখ: ১৬/০৯/২০২০খ্রি:।
২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রাণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.২০৯.২০-৪৬, তারিখ: ২৩/০৯/২০২০খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১নং স্মারকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর বিষয়ে নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২নং স্মারকে স্লিপ ফান্ড হতে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ উল্লিখিত পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় চালু করার সকল প্রস্তুতি আগামী ০৪/০২/২০২১খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যাতে করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ামাত্র বিদ্যালয়সমূহে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা যায়।

বিষয়টি অতীব জরুরি।

২৪/১/২০২১

(সোহেল আহমেদ)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)
জেলা: ....

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল।
৩। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী [অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪)-এর ব্যক্তিগত সহকারী [অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৬। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd।

স্মারক নং-৩৮.০১.০০০০.১৪৫.৯৯.০৪৬.২০২০.-৯০০৭

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৭
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা প্রেরণ।

সূত্র: প্রাগম এর স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০.২৯৩, তারিখ: ০৮/০৯/২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা প্রেরণ করা হলো। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনানুগ চার পাতা

১৮/০৯/২০২০

(তাপস কুমার আচার্য্য)
সহকারীপরিচালক (পলিসি এন্ড অপা:)
Email: dpeadbidda@gmail.com

প্রাপক:
১। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/সিলেট/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম বিভাগ।
২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল)।
৩। সুপারিন্টেনডেন্ট, পিটিআই (সকল)

অনুলিপি
১। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য),
২।অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য),
৩। উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), (বিদ্যালয় পর্যন্ত নির্দেশিকা পৌছানো ও সেমতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে)
৪। ইন্সট্রাকটর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (সকল)।
৫। সংরক্ষণ নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয় শাখা ২

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকা

কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাপী বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রয়েছে। এর ফলে শ্রেণিশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাতসহ শিশুর শিখন যোগ্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা যত বেশি সময় বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে, তাদের বিদ্যালয়ে ফেরার সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ধনী শিশুদের তুলনায় দরিদ্র শিশুদের ঝরে পড়ার হার প্রায় ৫ গুণ বেশি। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের মাঝে বাল্যবিবাহ, অপ্রাপ্ত বয়সে মাতৃত্ব, যৌন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হওয়া ও অন্যান্য ঝুঁকির আশংকা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সেবা কার্যাবলী, যেমন: টিকাদান কর্মসূচি, একবেলা খাদ্য প্রদান কর্মসূচি এবং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান বাধাগ্রস্ত হতে পারে। একইসাথে ব্যাহত রুটিন ব্যবস্থা ও সমবয়সীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অভাবে শিশুদের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বিগ্নতা বাড়তে পারে। প্রান্তিক শিশু যেমন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও এতিম শিশুদের উপর এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয়।

জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কখন বিদ্যালয় পুনরায় চালু করা যাবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সে অনুযায়ী জাতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনা এবং WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এর গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে এবং প্রতিটি শিশুর শিখন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে এই নির্দেশিকাটি ক্রমাগত অভিযোজন ও প্রাসঙ্গিকীকরণ করা প্রয়োজন হবে।

বিদ্যালয়সমূহ পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ৬টি মাত্রা: নীতি নির্ধারণ, অর্থসংস্থান, নিরাপদে কার্যক্রম পরিচালনা, শিখন, সর্বাধিক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ এবং সুস্থতা/সুরক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করত: এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতি নির্ধারণ ও অর্থায়ন—এই মাত্রা দুটি সমন্বিতভাবে প্রত্যাশিত ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে যা অন্য মাত্রাগুলোর জন্য সহায়ক হবে।

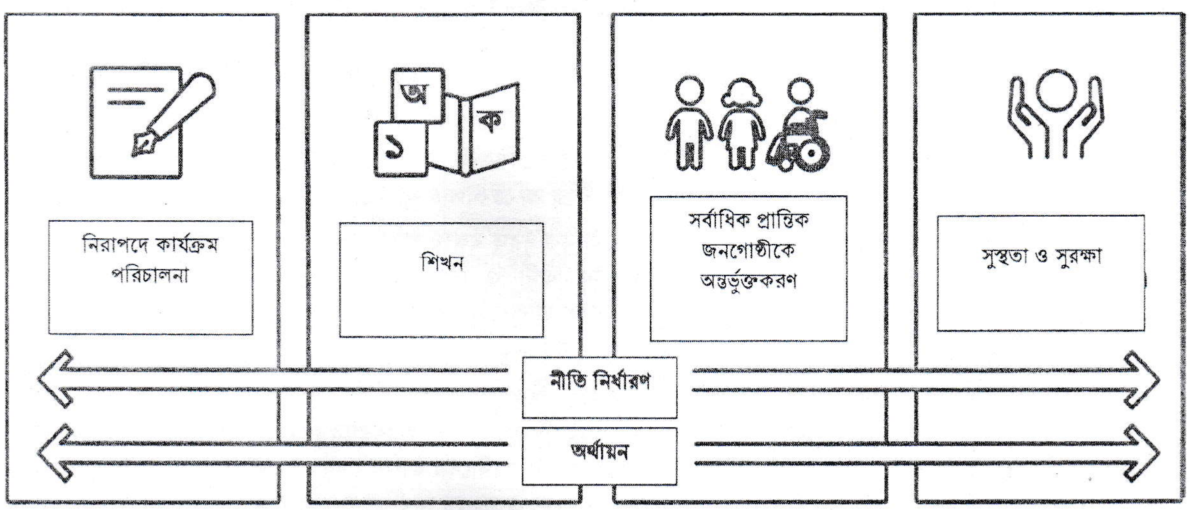

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
১.০	বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাবিধ মাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা প্রদান করা হবে।	১.১ বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সংক্রমণ রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত/প্রেরিতব্য সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নিরাপদ এলাকা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এলাকা ভিত্তিক বিদ্যালয় চালু করা যেতে পারে। করোনা সংক্রমণ বিবেচনায় কোন এলাকাকে সরকার কর্তৃক রেড জোন ঘোষণা করা হলে সে এলাকায় বিদ্যালয় খোলা রাখা যাবে না।
২.০	বিদ্যালয় কার্যক্রম পুনরায় চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২.১ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও অর্থায়নের পরিকল্পনা করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আগাম অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।
৩.০	বিদ্যালয় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও শিশুবান্ধব ভাষায় প্রোটোকল প্রণয়ন করতে হবে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ক তথ্য ও নির্দেশনা থাকবে।	৩.১ বিদ্যালয় অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবানুমুক্তকরণ, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, অসুস্থদের জন্য করনীয় এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারী ও অভিভাবকের জন্য তথ্য ও নির্দেশনা সম্বলিত পোস্টার/লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ করতে হবে। এ সকল নির্দেশনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। শিশুদেরকে স্কুলে আনার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩.২ COVID-19 এর সংক্রমণের লক্ষণ, জটিলতা ও প্রতিকারের উপায়সমূহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এসএমসি, পিটিএ ও সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অনুমোদিত স্বাস্থ্যবিধি পোস্টার/লিফলেট এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩.৩ প্রতিটি ইউনিটের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ কেন্দ্রীয় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের করণীয় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে তা চেকলিস্ট আকারে ছাপিয়ে বিতরণ করতে হবে। ৩.৪ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চা বিষয়ে প্রশাসনিক কর্মী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এছাড়া পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকে জীবাণু মুক্তকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যথাসম্ভব ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে।
৪.০	নিরাপদ বিদ্যালয় পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যালয় খোলার আগে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে শ্রেণি পাঠদান শুরু হওয়ার অন্তত ১৫দিন আগে বিদ্যালয় সমূহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য খুলে দেয়া হবে।	৪.১ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হাত ধোঁয়ার সময় যাতে শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের জটলা তৈরী না হয় সেভাবে প্রতিটি বিদ্যালয় ভিত্তিক পানির টেপের অবস্থান ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া যেখানে সম্ভব হবে সে সব জায়গায় running water এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার স্থাপন বা সম্প্রসারণ করতে হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঋতুকালীন সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
		৪.২ বিদ্যালয় খোলার অব্যবহিত পূর্বেই অবশ্যই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনসহ শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেটসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জীবানুনাশক, সাবানসহ অন্যান্য পরিচ্ছন্নতা উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। ৪.৩ বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এমন জায়গাসহ অন্যান্য জায়গার মেঝে ও ঘরের দরজার হাতল, সিঁড়ির হাতল, বেঞ্চ এবং যেসব বস্তু বারবার ব্যবহৃত হয় সেসব বস্তুর তল/পৃষ্ঠ পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয় চলাকালীন প্রতি শিফটে অন্ততঃ একবার পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে। ৪.৪ প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বরের আবর্জনা পরিস্কার এবং আবর্জনা সংরক্ষণকারী পাত্র জীবানুমুক্ত করতে হবে। প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে অবশ্যই সাবান দ্বারা হাত জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতন করতে হবে। ৪.৫ অসুস্থ শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা শিক্ষিকাগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি থেকে বিরত রাখতে হবে। অসুস্থ সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য অভিভাবকগণকে অনুরোধ করতে হবে। অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি মূল্যায়নে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪.৬ শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। হাত ধৌতকরণসহ অন্যসব স্বাস্থ্যবিধি আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে। হাঁচি/কাশি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক ঢাকতে টিস্যু বা কনুই ব্যবহার করতে হবে। এ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লিফলেট/পোস্টার/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সচেতন করতে হবে। ৪.৭ যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন সহজভাবে কাপড়ের মাস্ক (৩ লেয়ার কাপড়ের) বানাতে পারেন তার সচিত্র বিবরণ দেয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত তথ্যাদি ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় এবং ব্রেইলের মাধ্যমে সহজলভ্য করে তুলতে হবে এবং অবশ্যই ব্যবহৃত ভাষা শিশুবান্ধব হতে হবে। প্রয়োজনবোধে এ সকল বিষয়ে ছোট ছোট তথ্যচিত্র নির্মাণ করে প্রচার করা যেতে পারে। ৪.৮ বিদ্যালয় কার্যক্রমের শুরু, সমাপ্তি ও মিড ডে মিল-এর সময়সূচি এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জটলা তৈরি না হয়। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে একাধিক শিফট কিংবা সপ্তাহের একেক দিন একেক শ্রেণির বা একাধিক শ্রেণির পাঠদানের ব্যবস্থা রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন যাতে শারিরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা যায়। পাঠ পরিকল্পনায় ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করবেন এবং উপজেলা/থানা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের বিদ্যালয়সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও বাস্তবায়নের বিষয়টি তদারকি করবেন।
৫.০	বিদ্যালয় চলাকালীন পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও শিশুবান্ধব ভাষায় প্রোটোকল প্রণয়ন করতে হবে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-	৫.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং বহিরাগতদের শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যালয় খোলার আগেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক নন-কন্টাক থার্মোমিটার সংগ্রহ করতে হবে। যাদের শরীরের তাপমাত্রা বেশী পাওয়া যাবে তাঁদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ হতে বিরত রাখতে হবে। উপরে উল্লিখিত বিষয়াদি বিদ্যালয় খোলার আগেই সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
	কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা।	হবে। তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং লিফলেট/পোস্টার/ সামাজিক যোগাযোগ এর মাধ্যমে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে সচেতন করতে হবে। দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ৫.২ হোস্টেলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবে। খাদ্য গ্রহণের সময়ও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কমপক্ষে ১ মিটার শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব থালা বাসন বা ওয়ান টাইম থালা বাসন ও পানির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। থালাবাসন এবং পানির পাত্র পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রতিবার পরিবেশনের পরে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য থালাবাসন ও পানির পাত্র জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ৫.৩ স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার অভ্যন্তরীণ জমায়েত আয়োজন করা যাবে না। যে কোন বদ্ধ বা ঘন জনবহুল স্থান বা অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। করোনাকালীন লম্বা বেঞ্চে ২ জন করে শিক্ষার্থী বসবে। শিক্ষার্থীরা যাতে গলাগলি কিংবা একে অপরকে জড়িয়ে না ধরে সে ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরেও যেন শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা এ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করতে হবে। ৫.৪ শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা মেনে চলতে হবে এবং সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে। ৫.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাগজের সীমিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকদের পারস্পরিক শারিরীক যোগাযোগ কমানো এবং দূরশিক্ষণ বা অনলাইন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৫.৬ বিদ্যালয় চলাকালীন শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের বহির্গমন কমিয়ে দিতে হবে। অত্যাবশ্যক না হলে কেউ বাইরে যাবে না। ৫.৭ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে সক্রিয় রাখতে হবে। শিশুদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য 'ইয়েল' এর ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রমের উপর বেশী জোর দিতে হবে। ৫.৮ শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোভিড - ১৯ এর সন্দেহভাজন কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং যারা উক্ত শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের দ্রুত সনাক্ত ও কোয়ারেন্টাইন এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৫.৯ কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত শিক্ষক/কর্মচারী/শিক্ষার্থীদের পিতামাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা এবং তাঁদের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখতে হবে। ৫.১০ কোনো নিশ্চিত কোভিড - ১৯ রোগী পাওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ু চলাচল ব্যবস্থা পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত এটির পুনরায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ৫.১১ সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে চলমান প্রাথমিক পাঠ কার্যক্রম 'ঘরে বসে শিখি' সম্প্রচারের রুটিন সম্পর্কে সকলকে যথারীতি অবহিতকরণ, বাড়ীর কাজসহ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেসব স্থানে Mobile phone/Online/Facebook page/Cable TV এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে নিজেদের উদ্যোগে পাঠ কার্যক্রম সম্প্রচার করা হচ্ছে সেসব স্থানে 'ঘরে বসে শিখি' এর প্রচার অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	প্রয়োজনীয় কার্যক্রম
		৫.১২ সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত 'ঘরে বসে শিখি' পাঠ দেখতে ও শুনতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অভিভাবকগণকে মোবাইল ফোনে পাঠ শুরুর পূর্বে ভয়েস/টেক্সট বার্তা পাঠনো যেতে পারে। ৫.১৩ কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়লে বিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় কি হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য মনিটর করা, স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে যাদের সাহায্য দরকার হবে তাদের নাম এবং মোবাইল নম্বর তালিকা করে সংরক্ষণ করতে হবে। ৫.১৪ কোনোরূপ আতঙ্ক বা লোকলজ্জা সৃষ্টি না করে অসুস্থ শিক্ষার্থী/কর্মচারীদেরকে সাময়িকভাবে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ শিক্ষার্থী/কর্মচারীদেরকে নিজ গৃহে অবস্থান করাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
৬.০	সুস্থতা ও সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্য সূচকগুলো সক্রিয়ভাবে মনিটর করতে হবে। শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে, দূরশিক্ষণসহ মিশ্র শিখন-শেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে; রোগ সংক্রমণ এবং প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য পাঠে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	৬.১ বিদ্যালয় চলাকালীন শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ জোরদার করতে হবে। সকাল ও দুপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং "প্রতিদিনের প্রতিবেদন" এবং "শূন্য প্রতিবেদন" পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। ৬.২ শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে: (১) ভবিষ্যতে কোনো সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হলে সে-ব্যাপারে প্রস্তুতির জন্য; (২) যেখানে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে, সেখানে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া জোরদার করতে; এবং (৩) যেখানে বিদ্যালয়গুলো আংশিকভাবে খোলা রয়েছে অথবা পরিবর্তিত সময়সূচিতে চলছে, অথবা অসুস্থতার কারণে বা কোয়ারেন্টাইনের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না সেসব জায়গায় মিশ্র পদ্ধতিতে শিক্ষা পরিচালনার জন্য।
৭.০	শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রক্রিয়া এবং কৌশলগুলোকে আরো জোরদার করতে হবে, যাতে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক ও শিশুদের সম্পৃক্ততা ও মতবিনিময় বাড়ানো যায়।	৭.১ স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, পিটিএ ও অভিভাবকদেরকে এ বিষয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রধান শিক্ষক ও এক বা একাধিক শিক্ষকের মোবাইল নম্বর প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। ৭.২ প্রত্যেক উপজেলা শিক্ষা অফিসে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে অভিভাবকসহ স্থানীয় জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন।

২৯/০৯/২০২০

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সিনিয়র সচিব

একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
পরিকল্পনা শাখা-৩
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.২০৯.২০-৪৬

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪২৭ / ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

পরিপত্র

বিষয়: বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) ফান্ড দ্বারা চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণ।

কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বব্যাপী বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রয়েছে। এর ফলে শ্রেণিশিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাতসহ শিশুর শিখন যোগ্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে প্রান্তিক শিক্ষার্থীরা যত বেশি সময় বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে, তাদের বিদ্যালয়ে ফেরার সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। তাই জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাশীঘ্র বিদ্যালয় পুনরায় চালু করা অতীব জরুরী। বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার পূর্বে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয় এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গাইডলাইনের আলোকে স্ব স্ব বিদ্যালয় নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উক্ত গাইডলাইনের আলোকে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করার পূর্বে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় পর্যায়ে স্লিপ বরাদ্দকৃত ফান্ড দ্বারা অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে:

ক) ক্লাসরুমসহ বিদ্যালয়ের পুরো আঙ্গিনা সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জীবাণু মুক্ত করা;

খ) বিদ্যালয়ের সমস্ত আসবাবপত্র সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জীবাণু মুক্ত করা;

গ) শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র 'ইনফ্রারেড থার্মোমিটার' স্থানীয়ভাবে ক্রয়;

ঘ) সাবান, ব্লিচিং পাউডার, ইত্যাদি ক্রয়;

ঙ) ওয়াশব্লক ও টয়লেট সার্বক্ষণিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

চ) মগ, জগ ও বালতি ক্রয়;

ছ) অস্থায়ীভাবে হাত ধোয়ার স্থান নির্ধারণ করে হাত ধোয়ার পানি ও পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা;

জ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য শ্রমিকের যৌক্তিক সেবা ক্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

ঝ) কোভিড-১৯ মেয়াদকালে ইন্টারনেট ডাটা ক্রয় (এ খাতে বরাদ্দ না থাকলে)।

(চলমান পাতা)

৩। বিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত স্লিপ ফান্ড থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সাশ্রয়ী মূল্যে উপরে বর্ণিত সামগ্রী/সেবা ক্রয়/সংগ্রহ করা যাবে।

৪। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুর নির্দেশিকার আলোকে স্ব স্ব বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে প্ল্যান গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৫। বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গাইডলাইনের অনুবৃত্তিক্রমে এ পরিপত্র জারী করা হলো এবং তা উক্ত গাইডলাইনের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৬। উপর্যুক্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।

৭। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ পরিপত্র বলবৎ থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/০৯/২০২০
(মো: আকরাম-আল-হোসেন)
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং ৩৮.০০.০০০০.০১৪.১৪.২০৯.২০-৪৬

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪২৭ / ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিইডিপি৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পলিসি এন্ড অপারেশন/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
৬. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৭. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/ময়মনসিংহ।
৮. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার এর কার্যালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১০. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।
১১. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)।
১২. উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১৩. উপজেলা/থানা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)।

২৩/০৯/২০২০
(মো: আশিক নূর)
সিনিয়র সহকারী প্রধান

অনুলিপি:

১. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।